ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

বনাম

প্রতীক শুক্লা

(2021 সালের ফৌজদারি আপিল নং 284)

মার্চ 08,2021

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং এম. আর. শাহ, জে. জে।]

মাদকদ্রব্য ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ আইন, 1985: এস। 37 - অভিযোগ করুন আইনের ধারা 8,9এ, 25এ, 23 এবং 29-অভিযোগ যে উত্তরদাতা একটি নিয়ন্ত্রিত পদার্থের ডাইভারশনে জড়িত একটি আন্তর্জাতিক ড্রাগ সিন্ডিকেটের অংশ ছিল-দ্বারা মঞ্জুর জামি হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে আপিল-অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ প্রদত্ত আইনি নিয়ম প্রয়োগ না করেই জামিন মঞ্জুর করা হয়েছিল। 37 - জামিন মঞ্জুর করার কারণগুলি গুরুত্বের প্রতি মনের প্রয়োগকে প্রতিফলিত করে না। জড়িত অপরাধের-জামিন বাতিলযোগ্য।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত বলা হয়।. আপাতদৃষ্টিতে, হাইকোর্টের পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে শাস্তিযোগ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত অভিযোগের গুরুত্বের ক্ষেত্রে কোনও বুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়নি। এন. ডি. পি. এস আইনের আওতায়। কেবল পক্ষগুলির জমা দেওয়া নথিভুক্ত করা কোনও বিচার বিভাগের ইঙ্গিত বা সেই ক্ষেত্রে, হাইকোর্টের একক বিচারপতির দ্বারা জামিন মঞ্জুর করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োগ নয়। [অনুচ্ছেদ ।।] [575-ডি-ই]

2.। এন. ডি. পি. এস আইনের 37 ধারার বিধানগুলি প্রদান কর জামিন মঞ্জুরের জন্য মামলা করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য যে আইনি নিয়মগুলি প্রয়োগ করতে হবে। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট তার দায়িত্বের গুরুতর লঙ্ঘন করেছে। এনডিপিএস আইনের অধীনে কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিন দেওয়া উচিত কিনা তা নির্ধারণের সাথে জড়িত আইনি জি নীতি সম্পর্কে সচেতনতার কারণে জামিন মঞ্জুরের আদেশটি নির্দোষ। [অনুচ্ছেদ ।।] [575-ই-এফ]

2.2 হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না জামিন এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলি, অপরাধের গুরুতরতার প্রতি মনের প্রয়োগকে প্রতিফলিত করে না যা হল

জড়িত। উত্তরদাতার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি ইঙ্গিত করে যে ক তিনি একটি নিয়ন্ত্রিত পদার্থের ডাইভারশনে জড়িত একটি আন্তর্জাতিক ড্রাগ সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন; অতএব, কেবল এই বলে যে ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি সহ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে উত্তরদাতা "কোনও অপরাধ করতে পারে না" একটি বহিরাগত পরিস্থিতি যা হাইকোর্টের বিবেচনা করা উচিত ছিল না।
এন. ডি. পি. এস আইনের অধীনে কোনও অপরাধের জন্য জামিন মঞ্জুর করার সময়। বিবাদীকে জামিন দেওয়া উচিত বলে নির্ধারণ করার সময়, হাইকোর্ট ভুলভাবে পরিস্থিতিতে আইন প্রয়োগ করেছে। [অনুচ্ছেদ 12 এবং 13] [576-ডি-ই]

ফৌজদারি আপিলের বিচারঃ ফৌজদারি আপিল নং।

284 বিভিন্ন ক্ষেত্রে এলাহাবাদের হাইকোর্টের 07.05.2019 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে। 2019 সালের জামিনের আবেদন নং 9873। প্রবীণ আগরওয়াল, গৌতম কুমার লাহা, অ্যাড. আবেদনকারীদের জন্য। কে. এম নটরাজ, এ. এস. জি। , শ্রীমতি বিনু তাম্তা, বৎসল যোশী, শরথ এন. ডি।
নাম্বিয়ার, বি. ভি. বলরাম দাস, আইনজীবীরা। আবেদনকারীর জন্য। পি. আর. রাজহানস, জ্যোতি কুমার সিং, মিসেস পারোমা সেনগুপ্ত, বিশাল অরুণ, অ্যাড. উত্তরদাতাদের জন্য

আদালতের রায় প্রদান করেন ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, জে।

1. বিলম্বকে ক্ষমা করা হয়েছে।

2. লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

3. এই আপিলটি এলাহাবাদের হাইকোর্টের এক বিচারপতির 7ই মে 2019 তারিখের একটি রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার মাধ্যমে উত্তরদাতাকে জামিন দেওয়া হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে এফ-এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। মাদকদ্রব্য ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ আইন 1985-এর বিধানের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে।

4. অভিযোগটি হল যে, 2018 সালের 18ই অক্টোবর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো 2-এর দিল্লি জোনের এক গোয়েন্দা আধিকারিক গোপন তথ্য পেয়েছিলেন যে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড পাওয়া গেছে।
আলট্রুইস্ট কেমিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড 3 নামে একটি সংস্থা দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে; এবং যে সংস্থাটি । "এনডিপিএস আইন"-এর অধীনে প্রয়োজনীয় এপ্রিল-জুন 2018 এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর 2018-এর ত্রৈমাসিক রিটার্ন জমা দেয়নি।

2 " এন. সি. বি "
3 " কোম্পানি "

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

একটি মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থ (নিয়ন্ত্রণ পদার্থের নিয়ন্ত্রণ) আদেশ 2013। অভিযোগ করা হয়েছে যে ডাইভারশনের সন্দেহের ভিত্তিতে, এন. সি. বি-র একটি দল নয়ডার সেক্টর 45-এর এ. জি ব্লকের, 001-এ অবস্থিত কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে যায়। চত্বরটি তালাবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেলে মালিককে ঘটনাস্থলে ডাকা হয়। মালিক অভিযোগ করেছেন যে এন. সি. বি দলকে জানিয়েছিলেন যে প্রাঙ্গণটি একজন ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

হিমাংশু রানার নামে, যিনি উত্তরদাতার বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের সহ-অভিযুক্ত। তালা ভাঙা হয়েছিল, যার উপর 896 গ্রাম অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড এবং 1.885 কেজি অ্যাম্ফেটামিন প্রাঙ্গনে পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অনুসন্ধানের সময়, সি এম/এস গ্রিফিন ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি সংস্থার সাথে সম্পর্কিত নথি পাওয়া গেছে এবং এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে বিসমিল্লাহ খান আহমদজাই নামে একজন আফগান নাগরিক কোম্পানির পরিচালক ছিলেন। উত্তরদাতা এবং হিমাংশু রানাকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল, যার পরে এনডিপিএস আইনের 67 ধারার অধীনে উত্তরদাতার বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে প্রকাশটি প্রকাশ করেছে যে বিপুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত পদার্থ, অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড, কেনা হয়েছিল এবং গাজিয়াবাদের কারহেদা গ্রামে অবস্থিত একটি গুদামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার সময়, 9650 কেজি অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড উদ্ধার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে এবং অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইডের খালি ড্রামও পাওয়া গেছে। শামসুদ্দিন এবং বিসমিল্লাহ খান আহমদজাই নামে একজনকেও এনডিপিএস আইনের 67 ধারার অধীনে ই-নোটিশ জারি করা হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে প্রতিবাদী, সহ-অভিযুক্ত হিমাংশু রানা এবং শামসুদ্দিন প্রকাশ করেছেন যে বিসমিল্লাহ খান আহমদজাই কোম্পানির দৈনন্দিন কাজের সাথে জড়িত একজন পরিচালক। বিসমিল্লাহ খান আহমদজাই আপাতদৃষ্টিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন এবং ভারতে ফিরে আসার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শামসুদ্দিন কারিজাদার আবাসিক এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। এবং 500 গ্রাম অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড উদ্ধার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে 2018 সালের 21শে অক্টোবর, উত্তরদাতার আবাসিক প্রাঙ্গনে তল্লাশি চালানো হয়েছিল যার ফলে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, উদ্ধার করা হয়েছিলঃ (i) মোহিত কৌশিক নামে জারি করা একটি অস্ত্রের লাইসেন্স, যাতে সহ-অভিযুক্ত হিমাংশু রানার ছবি ছিল;

(ii) উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা সম্বলিত স্কাইলাইন কোম্পানি নামে একটি সংস্থার একটি চেক বুক

; (iii) গ্রিফিন ইন্টারন্যাশনাল, শিব শক্তি ট্রেডিং কোম্পানি এবং কোম্পানির (আলট্রুইস্ট কেমিক্যালস প্রাইভেট) রাবার স্ট্যাম সীমিত);

(4) ধর্মেন্দ্র এ পান্ডে এবং স্কাইলাইনের মালিক মোহিত কৌশিকের মধ্যে একটি ভাড়া চুক্তি সম্পাদিত হয় আন্তর্জাতিক;

(v) হোয়াইট ওয়ার্ল্ড মাল্টি কেন (আই) প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার একটি লেটার হেড এবং আমদানি-রপ্তানি শংসাপত্র, যেখানে সহ-অভিযুক্ত পবন কুমার বি শর্মার নাম পরিচালক হিসাবে উল্লেখ করা ছিল, কিন্তু তাতে উত্তরদাতার ছবি ছিল; এবং

(vi) কিছু ব্যাঙ্ক নথি-এন. সি. বি-কে লেখা চিঠি এবং সহ-অভিযুক্ত হিমাংশু রানা ও বিসমিল্লাহ খান আহমদজাইয়ের মধ্যে একটি চুক্তি।

5. ঘটনার সময় আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয 22 অক্টোবর 2018-এ তদন্ত। 27 অক্টোবর 2018 তারিখের ল্যাব রিপোর্ট অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে, যদিও অ্যাম্ফেটামিনের উপস্থিতি বিশেষভাবে রেকর্ড করা হয়নি এবং আরও যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই প্রমাণের ভিত্তিতে, এনডিপিএস আইনের 8,9এ, 25এ, 23 এবং 29 ধারায় অপরাধের জন্য 2018 সালের 21 ডিসেম্বর একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ করা হয়েছিল যে সমস্ত অভিযুক্তরা একটি আন্তর্জাতিক মাদক সিন্ডিকেটের সদস্য এবং নিয়ন্ত্রিত পদার্থের ডাইভারশন, অবৈধ সঞ্চয়, বিক্রয়, ক্রয় এবং রফতানির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

6. উত্তরদাতা একটি জামিনের আবেদন করেছিলেন যা প্রাথমিকভাবে ছিল 2019 সালের 6ই ফেব্রুয়ারি গৌতম বুদ্ধ নগরের তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ তা খারিজ করে দেন। এরপরে, হাইকোর্টে একটি জামিনের আবেদন দায়ের করা হয়, যার ফলে 2019 সালের 7ই মে বিতর্কিত আদেশ জারি করা হয়।
7. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী কে এম নটরাজ জমা দিয়েছেন যেঃ

(i) উত্তরদাতাকে একটি নিয়ন্ত্রিত পদার্থের ডাইভারশনে জড়িত একটি আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেটের অংশ বলে অভিযোগ করা হয়েছে; (ii) উত্তরদাতা আলট্রুইস্ট কেমিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেডের একজন পরিচালক;

((গ) তদন্ত চলাকালীন যে অপরাধমূলক উপাদান উদ্ধার করা হয়েছে তা বিবেচনা করে, অভিযোগটিতে বর্ণিত হিসাবে, প্রাথমিকভাবে উত্তরদাতার জড়িত থাকার অস্তিত্ব দেখানো হয়েছে;

(iv) এন. ডি. পি. এস আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের সাথে জড়িত একটি বিষয়ে, হাইকোর্টের একক বিচারক জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন না;

(5) এন. ডি. পি. এস আইনের অধীনে, প্রমাণের ভার অভিযুক্তের উপর থাকে, রাষ্ট্রপক্ষের উপর নয় এবং হাইকোর্ট ভুলভাবে প্রমাণের ভার ফিরিয়ে দিয়েছে; এবং

(vi) জামিন মঞ্জুরের জন্য একক বিচারপতির রায়ে একেবারেই কোনও বৈধ কারণ নির্দেশ করা হয়নি।

8. 16 তারিখে এই আদালত কর্তৃক জারি করা নোটিশ অনুসারে 2020 সালের ডিসেম্বরে, উত্তরদাতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 15 ফেব্রুয়ারী 2021-এ, সি কার্যধারার শুনানি 8 মার্চ 2021-এ উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান পরামর্শদাতার অনুরোধে পোস্ট করা হয়েছিল, যিনি সম্প্রতি একটি পাল্টা হলফনামা দাখিল করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। পাল্টা হলফনামা দাখিল করা হয়েছে।

9. উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান পরামর্শদাতার পাল্টা হলফনামায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, যা উত্তরদাতার পক্ষে দায়ের করা হয়েছে। এই আদালতের সামনে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী বিশাল অরুণের দ্বারা বর্ণিত উত্তরদাতার যুক্তি হল যেঃ

(i) উত্তরদাতা 2018 সালের 4 মে কোম্পানির পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। 2018 সালের জানুয়ারি মাস;

(ii) 2018-র জানুয়ারি থেকে 2018-র মার্চ পর্যন্ত অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইডের ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক রিটার্ন এন. সি. বি-র সংশ্লিষ্ট অফিসে জমা দেওয়া হয়েছিল।

(iii) 2018 সালের 4 মে তাঁর পদত্যাগের পর, উত্তরদাতার কোম্পানির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এবং ত্রৈমাসিক রিটার্ন দাখিল না করার জন্য দায়ী নাও হতে পারে;

(4) ট্রায়াল কোর্টে দাখিল করা নথিগুলি নির্দেশ করবে যে নিয়ন্ত্রিত পদার্থের জন্য কথিত ক্রয়ের আদেশের পাশাপাশি প্রাঙ্গনে সরবরাহ করা হবে। উত্তরদাতার পদত্যাগের পরে কোম্পানির;

(v) উত্তরদাতা কোম্পানির ডিরেক্টরের পদ থেকে পদত্যাগ করার পর, 2018 সালের 22শে মে এন. সি. বি-কে অবহিত করা হয়; এবং

(vi) ক্রয়ের অর্ডারগুলি 2018 সালের জুন মাস থেকে, যে তারিখের মধ্যে উত্তরদাতার সাথে কোনও সংযোগ ছিল না কোম্পানি।

10. প্রতিদ্বন্দ্বী জমা দেওয়ার যোগ্যতার মূল্যায়ন করার সময় হাইকোর্ট কর্তৃক জামিন মঞ্জুরের আদেশের সঠিকতার প্রেক্ষাপটে, শুরুতে, হাইকোর্টের সাথে যে কারণগুলি বিবেচনা করা হয়েছিল তা নোট করা প্রয়োজন। হাইকোর্ট উত্তরদাতা এবং এন. সি. বি-র পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির জমা দেওয়া নথিভুক্ত করে জামিন মঞ্জুর করার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্দেশ করেছেঃ

" জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করে এবং পর্যবেক্ষণ কর নথিভুক্ত উপাদান, বিষয়টির যোগ্যতার উপর মন্তব্য না করে, সি প্রাথমিকভাবে, এটি প্রদর্শিত হয় যে আবেদনকারী কোনও অপরাধে দোষী নাও হতে পারে এবং তার পরিষ্কার অতীত বিবেচনা করে এবং একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে জমা দেওয়া হয়েছে যে, তার ব্যাচেলর অফ টেকনোলজিতে ডিগ্রি রয়েছে (B.Tech)। ভবিষ্যতে কোনও অপরাধ নাও করতে পারে, আমার অভিমত হল যে আবেদনকারী জামিনের জন্য মামলা করেছেন। " ডি ।।। আপাতদৃষ্টিতে, হাইকোর্টের পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে, এনডিপিএস আইনের বিধানের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত অভিযোগের গুরুত্বের ক্ষেত্রে কোনও বুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়নি। শুধুমাত্র পক্ষগুলির জমা দেওয়া নথিভুক্ত করা কোনও বিচার বিভাগের ইঙ্গিত বা সেই ক্ষেত্রে, হাইকোর্টের একক বিচারপতির দ্বারা জামিন মঞ্জুর করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে মৌলিক ই প্রশ্নের একটি বিচক্ষণ প্রয়োগ নয়। এন. ডি. পি. এস আইনের 37 ধারার বিধানগুলি আইনি নিয়ম প্রদান করে যা জামিন মঞ্জুর করার জন্য একটি মামলা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রয়োগ করতে হবে। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট তার দায়িত্বের গুরুতর লঙ্ঘন করেছে। এনডিপিএস আইনের অধীনে কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিন দেওয়া উচিত কিনা তা নির্ধারণের সাথে জড়িত আইনি এফ নীতি সম্পর্কে সচেতনতার কারণে জামিন মঞ্জুরের আদেশটি নির্দোষ। আলট্রুইস্ট কেমিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে উত্তরদাতার যুক্তি অবশ্যই জেলা ও দায়রা বিচারকের আদালতে দায়ের করা ফৌজদারি অভিযোগের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা উচিত। গৌতম বুদ্ধ নগর (পরিশিষ্ট পি-6)। অভিযোগের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপঃ

" 18. মামলার তদন্তের সময়, সংস্থার রেজিস্ট্রারকে সংস্থার পরিচালকদের বিবরণ প্রদানের জন্য 27.11.2018 তারিখের চিঠি পাঠানো হয়েছিল অর্থাৎ ইউ/এস আলট্রুইস্ট কেমিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড এবং এর প্রতিবেদন 03.12.2018 রেজিস্ট্রার তারিখের মাধ্যমে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

কোম্পানিগুলি উক্ত তথ্য সরবরাহ করেছে এবং পর্যালোচনা থেকে উক্ত তথ্য/নথির মধ্যে, এটি প্রকাশ করে যে অভিযুক্ত প্রতীক শুক্লা এবং বিসমিল্লাহ খান হলেন পরিচালক। অভিযুক্ত হিমাংশু রানাও পরিচালক ছিলেন কিন্তু তিনি পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। নথিগুলি খতিয়ে দেখে আরও জানা যায় যে তারা কোম্পানিটি অর্থাৎ আলট্রুইস্ট কেমিক্যাল প্রাইভেটকে নিবন্ধিত করেছিল। লিমিটেড 001-এ, ব্লক আব-সেক্টর-45, নয়ডা, যা একটি আবাসিক এলাকা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এনসিবির কাছ থেকে ইউনিক রেজিস্ট্রেশন নম্বরও পেয়েছেন উপরোক্ত প্রাঙ্গণ "।

12. আমরা এই পর্যায়ে উচ্চ আদালতে দায়ের করা জামিনের আবেদনে উত্তরদাতার যুক্তিও লক্ষ্য করতে পারি। (সংযুক্তি পি-8) যে তিনি কোম্পানিতে তাঁর 99 শতাংশ শেয়ার বিসমিলা খান আহমদজাইয়ের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। প্রসিকিউশন এই পর্যায়ে যেমন অভিযোগ করেছে, বিসমিলা খান আহমদজাই একজন আফগান নাগরিক। হাইকোর্টের কাছে জামিনের আবেদন এবং বর্তমান কার্যধারায় দায়ের করা পাল্টা হলফনামা তারা যা প্রকাশ করেছে তার চেয়ে বেশি দমন করে। যাই হোক না কেন, আমরা মনে করি যে হাইকোর্ট জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে ন্যায়সঙ্গত ছিল না এবং হাইকোর্টের দেওয়া কারণগুলি, যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে উপরে উল্লেখ করেছি, অপরাধের গুরুতরতার প্রতি মনের প্রয়োগকে প্রতিফলিত করে না। ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি সহ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে উত্তরদাতা "কোনও অপরাধ নাও করতে পারে" বলে ইঙ্গিত করা একটি বহিরাগত ই পরিস্থিতি যা এনডিপিএস আইনের অধীনে কোনও অপরাধের জন্য জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের সাথে বিবেচনা করা উচিত ছিল না।

13. উপরের কারণগুলির জন্য, আমরা মনে করি যে হাইকোর্ট উত্তরদাতাকে জামিন মঞ্জুর করার সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তথ্যের উপর আইনকে ভুলভাবে প্রয়োগ করেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং 2019 সালের 7ই মে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ খারিজ করে দিই। ফলস্বরূপ, হাইকোর্ট কর্তৃক বিবাদীকে যে জামিন দেওয়া হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে। এই আদালতের বর্তমান আদেশে জামিন বাতিলের ফলে উত্তরদাতা অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করবেন।

14. মুলতুবি থাকা আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়।

আপিল অনুমোদিত

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other

purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।